গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

সকল সিটি কর্পোরেশনের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ অনুসরণে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সড়ক খনন নীতিমালা ও সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময় : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার, বেলা ২:৩০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। তিনি সভার প্রারম্ভে বলেন, ঢাকা মহানগরীতে যত্রতত্র ও অপরিকল্পিতভাবে সড়ক খনন রোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালার আলোকে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের গেজেট গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন হতে গত ১৯/১০/২০২২ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুরূপ 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' আদায়ের অনুমতি প্রদানের জন্য একটি প্রস্তাব পাওয়া যায়। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে বিদ্যমান সড়ক খনন/কর্তনের ক্ষতিপূরণ ফি'র রেইট অনেক আগের হওয়ায় বাস্তবতার নিরিখে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রেও 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' এর রেইট পুন:নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মূলত এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যেই সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভাটি পরিচালনা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী বলেন, 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এর আলোকে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' এর রেইট চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের ০৫ আগষ্ট ২০২১ তারিখের ৭৪০নং স্মারকে অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলীসহ ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' এর রেইট অনুমোদনে সম্মতি প্রদানের জন্য এ বিভাগের ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখের ৮৪১নং স্মারকে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের বিষয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি/কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের মতামত/সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। অর্থ বিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার যেমন-ডিপিডিসি, ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, বিটিসিএল ও তিতাস গ্যাস হতে সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি এর বিষয়ে মতামত/প্রস্তাব সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ সংশ্লিষ্ট কমিটি ও টেকনিক্যাল পার্সনদের নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে 'সড়ক খনন

ক্ষতিপূরণ ফি' এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং এটি অনুমোদনে সম্মতি প্রদানের জন্য এবিভাগের ০৮ জুন ২০২২ তারিখের ৬৩৬নং স্মারকে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবকৃত 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ হতে গত ২২/০৮/২০২২ তারিখের ৫২০নং স্মারকে সম্মতি প্রদান করা হয় এবং এবিভাগের ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ১০৪৩নং স্মারকে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারিপূর্বক ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়। অনুরূপ 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' নির্ধারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন হতে ১৯/১০/২০২২ তারিখে একটি প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাবে চট্টগ্রাম, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সড়ক কাঠামো ও প্যাটার্ন প্রায় অভিন্ন হওয়ায় ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় একই হারে সড়ক খননের ক্ষতিপূরণ ফি আদায়ের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে বিদ্যমান সড়ক খনন/কর্তনের ক্ষতিপূরণ ফি বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সময়োপযোগী না হওয়ায় এবং সড়ক খনন/কর্তন পরবর্তী মেরামত কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনসমূহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া, সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত ফি দিয়ে খননকৃত রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বাস্তবতার নিরিখে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি বৃদ্ধি তথা পুনঃনির্ধারণ করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান। কারো পক্ষ থেকে আপত্তি না থাকলে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রের জন্য নির্ধারণকৃত সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে প্রযোজ্য করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩. সভাপতি বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত হারে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের বিষয়ে সেবা প্রত্যাশী ও সেবা দানকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে কোনো মতামত/আপত্তি আছে কিনা, তা জানতে চান। কোনো আপত্তি না থাকলে বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালা ও সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সকল সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি জানান।

৪. রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ জাকীর হোসেন নতুন নির্ধারণকৃত সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যায় কীনা সে বিষয়ে জানানোর জন্য অনুরোধ জানান।

৫. এ পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, নির্ধারণকৃত ক্ষতিপূরণ ফি নতুন/পুরাতন সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট রেইট সমন্বয় করা যেতে পারে মর্মে তিনি জানান।

৬. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ শাহেদ মাহবুব ভূঞা বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রণয়নকৃত 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' অনুসরণ করেই ডিপিডিসি ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে সড়ক খননসহ ভূগর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রেও ডিপিডিসি ভূগর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপনের কাজ করছে। বিভিন্ন সংস্থা যেমন-সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি, গণপূর্ত অধিদপ্তর এসংস্থাগুলোর দর তালিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে সড়ক খননের ক্ষেত্রে জামানত ফি দিতে হয়। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে এটি প্রয়োজন হয় না। ডিপিডিসিসহ প্রায় সকল সংস্থার প্রকল্পে জামানত ফি বাবদ কোনো অর্থের সংস্থান না থাকায় তা দেওয়ার সুযোগ নেই। তাই তিনি সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে সড়ক খননে যাতে কোনো জামানত ফি না দিতে হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ড্রেন/নর্দমা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা কোনো ডাক্ট রাখা হচ্ছে না। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইন্টারনেট ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য প্রত্যেক রাস্তায় পর্যাপ্ত স্পেস বা কমন

ইউটিলিটি ডাক্ট দরকার। সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক রাস্তা/ড্রেন নির্মাণের সময় ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা কমন ইউটিলিটি ডাক্ট রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

৭. সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, জামানত ফি প্রদানের বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে একটি পদ্ধতিতে বিষয়টি নিস্পত্তি করেছে। অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলোও জামানতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৮. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) বলেন, সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সড়ক খনন নীতিমালা অনুযায়ী 'জামানত ফি' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা করে সংস্থাগুলো জামানতের কিছু অংশ জমা দিয়ে অবশিষ্ট অংশ ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে দেখিয়ে সড়ক খননের কাজ করতে পারে মর্মে তিনি জানান।

৯. সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আলী আকবর বলেন, বিটুমিনাস সড়কের ক্ষেত্রে বিটুমিন দিয়ে যে রাস্তাগুলো নির্মাণ করা হয় তার মধ্যে প্ল্যান ম্যাথডে নির্মিত রাস্তাগুলোর থিকনেস বা পুরুত্ব বেশি হয় এবং এ রাস্তাগুলো নির্মাণে খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই প্ল্যান ম্যাথডে বিটুমিন সড়ক খননের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ফি'র রেইট নতুনভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১০. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শহিদুল ইসলাম বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ২০১২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী সড়ক খননের ক্ষতিপূরণ ফি আদায় করা হয়। তারা উক্ত ফি পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে একটি খসড়া রেইট প্রস্তুত করেছেন। তাদের প্রস্তুতকৃত রেইট ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রণয়নকৃত রেইটের কাছাকাছি আছে। তিনি এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সকল সিটি কর্পোরেশনে কার্যকর করা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সফিকুল ইসলাম উক্ত প্রস্তাবে একমত পোষণ করে এটি সকল সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

১১. বিদ্যুৎ বিভাগের উপসচিব জনাব সাইফুল ইসলাম আজাদ বলেন, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান ক্ষতিপূরণ ফি সকল সিটি কর্পোরেশনে কার্যকর করা প্রয়োজন। তবে যেহেতু বর্তমানে সকল ক্ষেত্রে ব্যয় সাশ্রয় বা কৃচ্ছতা সাধনের সরকারি নির্দেশনা রয়েছে তাই ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রের জন্য বিদ্যমান সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি আগামী অর্থবছর অর্থাৎ ০১ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

১২. পরিশেষে সভাপতি বলেন, সকল সিটি কর্পোরেশনই এখন অনেক উন্নত। সিলেট ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনসহ প্রায় সকল সিটি কর্পোরেশনই উন্নতমানের রাস্তা তৈরী করছে। রাস্তা নির্মাণসহ এগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের ব্যয় হচ্ছে অনেক। রাস্তাগুলো খনন করা হলে এগুলোকে সংস্কারের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনগুলো বৃহৎ সিটি বলে লেবার খরচসহ মোট নির্মাণ ব্যয় একইরূপ হবে। তাই বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যমান সড়ক খনন নীতিমালা ও সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেই কার্যকর করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের সময় ইউটিলিটি ডাক্ট রাখতে হবে, প্রয়োজনে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সিটি কর্পোরেশন হতে তা ভাড়া নিতে পারবে। তিনি সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের সময় ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত

জায়গা বা ইউটিলিটি ডাক্ট রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতা/সেবা প্রদানকারীদেরকে নিয়ে কোঅর্ডিনেশন সভা আয়োজনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৩. **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান 'ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯' এবং 'সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি' সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে শীঘ্রই এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
২.	সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি সেবা প্রত্যাশী সংস্থাসমূহের নতুন/পুরাতন সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে রেইট সমন্বয় করতে হবে।	(১) প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) (২) ডিপিডিসি; (৩) ডেসকো; (৪) বিটিসিএল; (৫) সকল ওয়াসা; (৬) তিতাস গ্যাস।
৩.	সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের সময় ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা ইউটিলিটি ডাক্ট রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রত্যাশীদেরকে নিয়ে সমন্বয় সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

১৪. পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে মূল্য বান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৩/০২/২০২৩ খ্রি:
মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০১.১৮-১৯৯/১(২০)

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৯ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২

বিতরণ-কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব(নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ/রংপুর/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী ওয়াসা।

৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লিমিটেড (ডিপিডিসি), বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো, ২২/বি, ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল, পরিবাগ, মগবাজার, ঢাকা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস কো: লি:, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৯. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ/রংপুর/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
১২. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. অফিস কপি।

২৩.০২.২০২৩

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মোবাইল: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd